যুগান্তর

তারিখ ...31 JAN 2014...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৩...

ছাত্রলীগের নির্যাতন সইতে না পেরে ছাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা

শেকৃবি প্রতিনিধি

ছাত্রলীগ নেতা-নেত্রীদের মিথ্যা অপবাদ এবং হলের সিটচ্যুত করায় আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। শেকৃবির বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে বুধবার এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন বেলা ৩টায় ২৮টি ঘুমের বড়ি ও ১ বোতল ডেক্সপোটেন খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। ছাত্রীর নাম শাকিলা সুলতানা মিতা। তিনি কীটতত্ত্ব বিভাগের মাস্টার্স প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রী। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে ছাত্রলীগ নেত্রী ও হল প্রশাসন।

মিতা সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের হল কমিটির সভাপতি জান্নাতুল ফিরদাউস মৌ, সাধারণ সম্পাদক তনুশ্রী মণ্ডল ও কর্মী প্রাবন্তিকা সরকার তাকে সিট ছাড়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসছিল। অপরাধ জানতে চাইলে তারা বলেন, তুই ছাত্রদল করিস তোর হলে থাকার অধিকার নেই। আমাদেরকে উপর থেকে বলা হয়েছে তোকে সিটছাড়া করতে। এ প্রসঙ্গে মিতা সাংবাদিকদের সাবেক ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে ছাত্রলীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোলা একাধিক ছবি দেখিয়ে নিজেকে ছাত্রলীগ কর্মী দাবি করেন।

মিতা আরও বলেন, সোমবার তাকে হল ছাড়তে বলা হয়। অথচ ঢাকায় থাকার মতো তার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। ইতিমধ্যে তার অনেকগুলো পরীক্ষা মিস হয়েছে। এ বিষয়ে হলের প্রভোস্ট, সহকারী প্রভোস্ট ও অনেক নেতা-নেত্রীদের ফোন দিলেও কেউ সাড়া দেয়নি। প্রভোস্ট মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছেন কয়েকবার। উপায় না দেখে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এরপর অচেতন অবস্থায় সহপাঠীরা তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। মিতা আরও অভিযোগ করে বলেন, ছাত্রলীগের নেত্রীরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে।

তারা তার চরিত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে নানা কুৎসা রটাচ্ছে। ফলে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না তিনি। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ছাত্রলীগ নেত্রী জান্নাতুল ফিরদাউস বিনতে হাবিব (মৌ) বলেন, ওপরের নির্দেশেই মিতার সিট তুলে ফেলা হয়েছে। সিট তুলে ফেলার সময় আমার সঙ্গে আরও অনেকেই ছিল। ছাত্রী হলের প্রভোস্ট ড. অসিম কুমার ভদ্র জানান, এটা একটি নিন্দনীয় ঘটনা। প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেখা যাক প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয়?